



49793 - ফতিরার পরমাণ এবং ফতিরা আদায় করার সময়কাল

প্রশ্ন

আমরা মরক্কোর একটি সংস্থার সদস্য। বর্তমানে বার্সেলোনাত বসবাস করছি। আমরা সদকাতুল ফতির বা ফতিরা কভিবে হিসাব করব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি মুসলমানদের উপর সদকাতুল ফতির (ফতিরা) ফরজ করছেন। আর তা হল এক স্বা' খজের বা এক স্বা' যব। মানুষ ঈদরে সালাতরে উদ্দেশ্যে বরে হওয়ার আগে তা আদায় করার আদেশে দিয়েছেন। দুই সহীহ গ্রন্থে (অর্থাত্ বখারী ও মুসলমি) আবু সাঈদ আলখুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে তিনি বলছেন: “আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে সদকাতুল ফতির হিসাবে এক স্বা খাদ্যদ্রব্য অথবা এক স্বা' খজের অথবা এক স্বা' যব অথবা এক স্বা' কসিমসি প্রদান করতাম।” [বখারী (১৪৩৭)]

একদল আলমে এই হাদীসে ব্যবহৃত ‘খাদ্যদ্রব্য’ শব্দটির ব্যাখ্যায় বলছেন যে, তা হল গম। আবার অনেকে এর ব্যাখ্যায় বলছেন যে এর উদ্দেশ্য হল সে দেশেরে অধিবাসীগণ যা খায় তা গম, ভুট্টা, পার্ল মলিটে (pearl millet) বা এছাড়া অন্য যাই হোক না কেন; এটাই সঠিক মত। কারণ ফতিরা হচ্ছে- দরদিরদের প্রতি ধনীদের সহানুভূতি। স্থানীয় খাদ্যদ্রব্য হিসাবে বিবেচিত নয় এমন কিছু দিয়ে হকদারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা কোন মুসলমিরে উপর ওয়াজবি নয়। এতে কোন সন্দেহে নই যে, বর্তমানে চাউল সৌদি আরবের প্রধান খাদ্য, উত্তম ও মূল্যবান খাদ্য। চাউল যবের চেয়ে উত্তম; যে যব দিয়ে ফতিরা দেয়া জায়যে মরমে হাদীসেরে ভাষ্যে সরাসরি উল্লেখ আছে। এর থেকে জানা গেলে যে, চাউল দিয়ে সদকাতুল ফতির আদায় করতে কোন দোষ নই।

ফতিরার ক্ষেত্রে ওয়াজবি হচ্ছে- এক স্বা' খাদ্য প্রদান করা। যে স্বা' বা পাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবহার করছেন সে স্বা' অনুযায়ী। সাধারণমাপেরে দুই হাতেরে পরিপূর্ণ চার মুষ্টি এক স্বাকেরে পূর্ণ করে। যমেনটা আলক্বামূস ও অন্যান্য আরবী অভ্যাসে উল্লেখ করা হয়েছে। মটেরিকি পদ্ধতির ওজনএ এর পরিমাণ প্রায় ৩ কিলোগ্রাম। যদি কোন মুসলমি চাউল বা দেশীয় কোন খাদ্যদ্রব্যেরে এক স্বা' দিয়ে ফতিরা আদায় করলে তবে তা জায়যে হবে; যদিও সে খাদ্যেরে কথা এই হাদীসেরে সরাসরি উল্লেখ না করা হয়ে থাকে? এটাই আলমেগণেরে দুইটি মতেরে মধ্যে বেশি শিক্তশালী। আর মটেরিকি



পদ্ধতির ওজনরে হিসাবে প্রায় ৩ কলিগোগ্রাম দলিওে চলবে।

ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, স্বাধীন-ক্রীতদাস সকল মুসলমিরে পক্ষ থেকে ফতিরা আদায় করা ওয়াজবি। কিন্তু গর্ভস্থতি সন্তানরে পক্ষ থেকে ফতিরা আদায় করা ওয়াজবি নয় মরমে আলমেগণরে ইজমা (একমত) সংঘটিত হয়েছে। তবে তার পক্ষ থেকে আদায় করা হলে সটো মুস্তাহাব। কারণ উসমান রাদয়াল্লাহু আনহু থেকে এ ধরনরে আমল সাব্যস্ত আছে।

ফতিরার খাদ্য ঈদরে নামাযরে আগই বন্টন করা ওয়াজবি। ঈদরে নামাযরে পর পর্যন্ত দরেকি করা জায়যে নয়। বরং ঈদরে এক বা দুই দিন আগে আদায় করে দলি কনো অসুবিধা নই। এই আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি জানা গেলে যে, আলমেদরে বশিদ্ধ মতানুযায়ী ফতিরা আদায় করার সময় শুরু হয় ২৮ শে রমজান। কারণ রমজান মাস ২৯ দিনও হতে পারে। আবার ৩০ দিনও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাহাবীগণ ফতিরা ঈদরে একদিন বা দুই দিন আগে আদায় করতনে।

ফতিরা প্রদান করার খাত হচ্ছে- ফকরি ও মসিকীন। ইবনে আব্বাস রাদয়াল্লাহু আনহুমা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনর্থক কাজ ও অশ্লীলতা হতে পবিত্রকরণ এবং মসিকীনদরে জন্য খাদ্যরে উৎস হিসাবে রোযা পালনকারীর উপর ফতিরা ফরজ করছেন। যে ব্যক্তি ঈদরে সালাতরে আগে তা আদায় করবে তা কবুলযোগ্য ফতিরা হিসাবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদরে নামাযরে পর আদায় করবে সটো সাধারণ সদকা হিসাবে গণ্য হবে।”[সুনানে আবু দাউদ (১৬০৯) এবং আলবানী এ হাদিসটিকে সহীহ আবু দাউদ গ্রন্থে ‘হাসান’ বলে আখ্যায়িত করছেন]

অধিকাংশ আলমেরে মতে খাদ্যরে বদলে খাদ্যরে মূল্য দিয়ে ফতিরা আদায় করলে তা আদায় হবে না। দলীলরে দকি থেকে এই মতটি অধিক শুদ্ধ। বরং ওয়াজবি হলো খাদ্যদ্রব্য থেকে ফতিরা আদায় করা। যভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ আদায় করছেন। উম্মতরে অধিকাংশ আলমে এ মতরে পক্ষ অবলম্বন করছেন। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যাতে তিনি আমাদেরকে ও সকল মুসলমানকে তাঁর দ্বীনরে ফকিহ (প্রজ্ঞা) দান করনে, এর উপর অটল অবচিল থাকার তাওফিকি দনে, আমাদের অন্তরসমূহ ও কাজকর্মকে পরশিদ্ধ করে দনে। তিনি তো মহামহিম, পরম করুণাময়।” সমাপ্ত [মাজমু ফাতাওয়া ইবনে বায (বনি বাযরে ফতোয়া সংকলন) (১৪/২০০)]

শাইখ বনি বায রাহমিহুল্লাহ এর মতে কলিগোগ্রামরে হিসাবে ফতিরার পরিমাণ প্রায় ৩ কলিগোগ্রাম। ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণও একই পরিমাণ নির্ধারণ করছেন। (৯/৩৭১)

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিহুল্লাহ চাউল দিয়ে ফতিরা দেয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করছেন ২১০০ গ্রাম (অর্থাৎ ২.১কলিগোগ্রাম) [ফাতাওয়ায যাকাত (যাকাত বিষয়ক ফতোয়া সংকলন), পৃষ্ঠা: ২৭৪-২৭৬]



ওজন নরিধারণরে ক্షত্রেরে এই মতভদেরে কারণ হল স্বা' হচ্ছ- পরমিপরে একক, ওজনরে একক নয়।

কনিতু আলমেগণ ওজন দ্বারা হিসাব নরিধারণ করার চষ্টি করছেন কারণ সটো হিসাব রাখার ক্షত্রেরে বশেি সহজ ও সুক্షম। এ কথা সবাই জানে যে, এককে শস্যদানার ওজন এককে রকম। এর মধ্যে কোনটি হালকা, কোনটি ভারী এবং কোনটি মাঝারি ওজনরে। বরংচ একজাতীয় শস্যদানার ওজনও বিভিন্ন হয়ে থাকে। নতুন ফসলরে ওজন পুরাতন ফসলরে চয়ে বশেি। তাই সতকর্তাবশতঃ কটে যদি কিছুটা বশেি আদায় করে তবে সটো বশেি নিরিপদ ও উত্তম।

'আল-মুগনী' গ্রন্থরে খণ্ড- ৪, পৃষ্টি- ১৬৮ দেখুন। সখোনরে ফসলরে যাকাতরে নসিব উল্লখে করতে গয়ে ওজনরে এই হার উল্লখে করা হয়েছে।

আল্লাহই সবচয়ে ভাল জাননে।